পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক

তথ্য সাময়িকী

২০১৬ জুলাই-সেপ্টেম্বর শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪২৩

সূচি

উন্নয়নে পিকেএসএফ ২০১৬	০১
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	০২
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম	০৩
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি	০৪-০৫
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম	০৬
ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম	০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	০৮-০৯
পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা	০৯
বাংলাদেশের কৃষিশ্রমিকদের সমস্যা ও সম্ভাবনা	১০
চুক্তি স্বাক্ষর	১০
বাংলাদেশ সরকারের সাথে পিকেএসএফ-এর SLGA স্বাক্ষর	১০
গবেষণা কার্যক্রম	১১
পরিচালনা পর্ষদের ২০৪তম সভা	১১
Orbis ও পিকেএসএফ-এর সভা	১১
SEIP প্রকল্পের অগ্রগতি	১২
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩-১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
Bangladesh's Development: Some Issues and Perspectives গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন	১৬
বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন: অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
www.facebook.com/pksf.org

উন্নয়নে পিকেএসএফ ২০১৬

বিগত ২৭ জুলাই **উন্নয়নে পিকেএসএফ-২০১৬** শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটি দু'টি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ খান, বীরবিক্রম। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানের এই পর্বে মুক্তিযুদ্ধে অবদানকারী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও সভাপতিসহ মোট ২২ জন মুক্তিযোদ্ধা বীরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে উন্নয়নের বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের জন্য দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন, ভিয়েতনাম-এর নাগরিক মিজ পাম থি হং এবং বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জামিল চৌধুরী। মিজ পাম থি হং ভিয়েতনামের উন্নত কাঁকড়া উৎপাদন প্রযুক্তি পিকেএসএফ তথা বাংলাদেশে হস্তান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। জামিল চৌধুরীকে অবহেলিত নারীদের শিক্ষিত ও ক্ষমতায়িত করার জন্য পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়-এর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভার সদস্যবৃন্দ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্য চিত্রটির মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**-এর সাংস্কৃতিক দল মনোমুগ্ধকর পটগানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক ক্যালিওগ্রাফি আমার দেশ আমার পতাকা এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ফুটিয়ে তোলে। তারা পটগানের মাধ্যমে মূলত দারিদ্র্য নিরসন, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাগুলো তুলে ধরে। পাশাপাশি জনগণের মূল্যবোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমও তুলে ধরা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

মতবিনিময় সভা: বিগত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার আলোকে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভাপতিত্ব করেন। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ১১১টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিনিধিবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ৪০.৪০ কোটি টাকার পুনঃভরণ ও অগ্রিম চেক বিতরণ করা হয়। সভায় সহযোগী সংস্থার চলমান **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত অসঙ্গতিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উন্নয়নে যুব সমাজ: **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬টি ট্রেডে ৩৯টি ব্যাচে মোট ৬০২ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১,০৯৩ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২৮৮ জন যুবকের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন সাধন করা। এই লক্ষ্যে সম্প্রতি যুব সমাজের উন্নয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নে যুব সমাজ নামে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি ১১১টি সহযোগী সংস্থার ১১১টি ইউনিয়নে যুব উন্নয়ন কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। **সমৃদ্ধি**ভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে যুবদের নিয়ে গ্রুপ গঠন করার কাজ বর্তমানে চলমান। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত ১১০টি যুব ফোরাম গঠন করা হয়েছে। উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক বিষয়ের উন্নয়ন।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের আওতায় ১৫০টি ইউনিয়নে মোট ২৫৮ জন স্বাস্থ্য সহকারী ও ১,৮৪২ জন স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়োজিত রয়েছেন। জুলাই-আগস্ট প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে ৪২,১৫৫টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি হয়েছে এবং ৮,৯১৪টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ২,৩৯৯টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ১৭টি স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম: কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জুলাই-আগস্ট মাসে ৩,২৫৯টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৯,৩৫৫টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধিকেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি: জুলাই ও আগস্ট মাসে ১১৪টি সমৃদ্ধিকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত স্থাপিত মোট ৪৮৪টি কেন্দ্রে বিগত প্রান্তিকে ১,১০৯টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ১,৩৯৭টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি সম্পন্ন হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কার্যক্রম: মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত সকল পরিবারে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে জনপ্রতি ১ লক্ষ টাকা প্রদান করে তাদের আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: বিশেষ সঞ্চয়-কার্যক্রমের আওতায় ২,৮১৯ জন সদস্য ১.৫০ কোটি টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। এছাড়াও আগস্ট পর্যন্ত ৫১৪ জন বিশেষ সঞ্চয়ের মেয়াদ পূর্ণকারী সদস্যকে ৭১.১৬ লক্ষ টাকা অনুদান ফেরত দেয়া হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩ ধরনের ঋণ খাতে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারী পর্যায়ে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় মাঠ-পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আগস্ট মাসে ১৭.১০ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত তিনটি খাতে মোট ৩১৯.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম: আগস্ট মাসের তথ্যানুযায়ী ১৫০টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৪,৯৯০টি শিক্ষাকেন্দ্রে সম্পৃক্ত ১,২৯,৯২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম: **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ১৫০টি ইউনিয়নে মোট ৬২৭ জন ভিখারী অবস্থা থেকে পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্য বর্তমানে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্ম-মর্যাদাশীলভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের অভিনবত্ব ও সাফল্য সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো, ইত্তেফাক ও বিবিসি-বাংলাসহ বিভিন্ন গণ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গণ মাধ্যমসমূহ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বিবিসি-বাংলার প্রতিবেদনের ফেসবুক লিংক- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=727074820784562&id=100004461523462

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম

পিএমইউ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি: বিগত ২৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে GO-NGO Collaboration in Disaster Management: Bangladesh Context শীর্ষক একটি কর্মশালা পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শাহ্ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং মূল বক্তব্য প্রদান করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিসহ প্রায় ২০০ জন অতিথি এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন: প্রকল্প কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি ও সাফল্য সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের দু'টি প্রতিনিধি দল সাতক্ষীরায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। বিগত ২৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর রাজশ্রী এস. পারালকারের নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল **সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা** কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর কিমিয়াও ফ্যান একই এলাকা পরিদর্শন করেন। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং সিসিসিপি-এর উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব জহির উদ্দিন আহমদ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়তা মিশন: বিগত ১৮-২৯ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ ও শেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়তা মিশন পরিচালনা করে বিশ্বব্যাংক। মিশনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, ক্রয় ও আর্থিক অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে বিশদ আলোচনা হয়। বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে একটি Wrap-up সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্বব্যাংক সিসিসিপি-র প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতিকে সন্তোষজনক বলে চিহ্নিত করে। এছাড়াও পরবর্তী ১০০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প প্রণয়নে পিকেএসএফ-এর সাথে তারা নিবিড়ভাবে কাজ করছে বলে জানানো হয়।

কর্মশালা: বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) বাস্তবায়নকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিষয়ক একটি অর্ধদিবস কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তা ও ১৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার (পিআইপি) প্রতিনিধিবৃন্দ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ: জলবায়ু পরিবর্তনের স্বরূপ এবং দেশের উন্নয়নে এর প্রভাব ও করণীয় বিষয়ে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তাদের সার্বিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি Introduction to Climate Change শীর্ষক একটি সার্টিফিকেট কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ও ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিক্স যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণ কোর্সটির আয়োজন করে। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত চলমান এই কোর্সে মোট ১০টি ব্যাচে পিকেএসএফ-এর ৬০ জন কর্মকর্তা এবং সহযোগী সংস্থার ২১২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন।

GIS বিষয়ক প্রশিক্ষণ: সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় GISভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ৪১টি পিআইপির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভৌগোলিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে নিয়োগকৃত GIS পরামর্শক ইতোমধ্যে ৪১টি পিআইপির ভৌগোলিক তথ্যসম্বলিত KML ফাইল প্রস্তুত ও সকলের নিকট প্রদর্শনের জন্য সিসিসিপি-এর ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য এই বিষয়ে বিগত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মকাণ্ড: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে ৪১টি পিআইপির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের উপকারভোগীদের সমন্বয়ে সর্বমোট ২২টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে, জুলাই-সেপ্টেম্বর মেয়াদে সাতটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়। সফরগুলি আয়োজন করে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা **গ্রাম উন্নয়ন কর্ম, আরবান, পিসিডি, এসএসএস, সমাধান, আরআরএফ** ও **ড্যাম**।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ গৃহীত নতুন দু'টি কর্মসূচি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া যথারীতি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ১৮টি জেলায় নির্বাচিত ১৯টি সহযোগী সংস্থার কর্ম-এলাকাভুক্ত ২০টি ইউনিয়নে যথাযথ জরিপ শেষে চিহ্নিত ৩১,৮০৭ জন প্রবীণদের মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয় ও পেনশন স্কীম গঠন, প্রবীণদের জন্য সম্মাননা ও প্রবীণদেরকে সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, অতিদরিদ্র প্রবীণদের জন্যে বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও প্যারা-ফিজিওথেরাপিস্ট তৈরি, প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। কার্যক্রমভুক্ত ইউনিয়নগুলোয় প্রবীণদের মোট ২০টি ইউনিয়ন কমিটি ২৭৯টি গ্রাম কমিটি, ১৭৪টি ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা প্রদান: জুলাই-আগস্ট ২০১৬ সময়ে ৪টি সহযোগী সংস্থা **রিক, এমবিএসকে, ওয়েভ** এবং **ঘাসফুল** ২১৯ জন প্রবীণকে বয়স্ক ভাতা বাবদ ৩,৭২,০০০ টাকা প্রদান করেছে। এ ছাড়া কার্যক্রমভুক্ত সংস্থাগুলো মে-আগস্ট ২০১৬ সময়ে ৫৬৭ জন প্রবীণের প্রত্যেককে মাসিক ৫০০ টাকা হারে মোট ৬,৯৪,০০০ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান করেছে।

বিশেষ সহায়তা প্রদান: কর্মসূচির আওতায় ৫টি সহযোগী সংস্থা **রিক, উদ্দীপন, জাকস, এসডিএস** এবং **শার্প** কর্তৃক নির্বাচিত মোট ১২১ জন প্রবীণকে ছাতা, ৪৫ জনকে ওয়াকিং স্টিক এবং ২৫ জনকে চেয়ার-কমোড দেয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র: এই কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ১০টি ইউনিয়নে জমি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭টি ইউনিয়নে শীঘ্রই রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে **প্রত্যাশী**'র কালারমার ছড়া ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। **এসএসএস**-টাঙ্গাইল, **রিক**-এর পিরোজপুর জেলাধীন কদমতলা ইউনিয়নে এবং **টিএমএসএস**-এর সিলেট জেলাধীন তেতলী ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

মৃতের সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান: আগস্ট-২০১৬ পর্যন্ত কর্মসূচিভুক্ত ৭টি সহযোগী সংস্থা **রিক, প্রত্যাশী, উদ্দীপন, টিএমএসএস, এমবিএসকে, হীড** এবং **শার্প** কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকায় মৃত ৪৫ জন প্রবীণের সৎকার বাবদ প্রত্যেকের জন্য ১৫০০ টাকা করে মোট ৬৭,৫০০ টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মতবিনিময় সভা ও প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের জায়গা পরিদর্শন: বিগত ৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে **ইএসডিও** কর্তৃক প্রবীণদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

বিশুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা: ইএসডিও-এর উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও জেলার ৪টি উপজেলায় বিশুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন (দলীয়), একক কবিতা আবৃত্তি ও একক লোকসংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৪৬টি বিদ্যালয়ের ৮৯০ জন ছাত্রী ও ৩৩৫ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন উপজেলা চেয়ারম্যান ও শিক্ষা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং কর্মকর্তা জনাব সুমন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা: সহযোগী সংস্থা **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন**-এর উদ্যোগে যশোর জেলা সদরের ৮টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে স্কুলভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ করা হয়।

সহযোগী সংস্থা **সচেতন**-এর উদ্যোগে রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার ১০টি বিদ্যালয়ে আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে

৩১৭ জন ছাত্রী ও ২০২ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী এবং সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সহযোগী সংস্থা **মুক্তি কক্সবাজার**-এর উদ্যোগে কক্সবাজার সদরের ৪টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুলভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রচনা, গল্প বলা ও গণিত প্রতিযোগিতা: **মুক্তি কক্সবাজার**-এর উদ্যোগে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ১০টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রচনা, গল্প বলা ও গণিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ৪২ জন ছাত্রী ও ৩০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহে শিক্ষাবিদ, সংস্থার প্রধান নির্বাহী, জেলা সাংস্কৃতিক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী এবং সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টেবিল টেনিস: ইএসডিও-এর মাধ্যমে বিগত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখ হতে ঠাকুরগাঁও জেলার নির্বাচিত ৪টি স্কুলে ৬ মাস মেয়াদী টেবিল টেনিস খেলার অনুকরণযোগ্য মডেল তৈরি করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও-এর জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত ৪টি স্কুলের প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে ৪ জন কোচের তত্ত্বাবধানে স্কুলসমূহের ৭-১২ বছর বয়সী শিশুদের টেবিল টেনিস খেলার অনুশীলন চলছে।

কবিতা ও ছোটগল্প লেখা প্রতিযোগিতা: **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** আয়োজিত কবিতা ও ছোটগল্প লেখা প্রতিযোগিতায় যশোর শহর ও শহরতলির ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৪৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এদের মধ্য থেকে কবিতা ও ছোটগল্প লেখা প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৫ জন ৩ জনকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর: শিশু-কিশোরদের লেখা প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা, গল্প, অংকন ইত্যাদি প্রকাশ এবং সৃজনশীল লেখনীর দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মশালা/ওরিয়েন্টেশনের আয়োজনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণের বিষয়ে পিকেএসএফ এবং মাসিক শিশু-কিশোর পত্রিকা **ঝুমঝুমি**র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পত্রিকাটিতে শিশু-কিশোরদের সৃজনশীল বিভিন্ন লেখা ও আঁকা ছবির পাশাপাশি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জাতীয় দিবস এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে নিয়মিতভাবে লেখা ছাপানো হবে।

হা ডু ডু প্রতিযোগিতা: **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** ধনেশ্বরগাতী ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে দলীয় হা ডু ডু প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে অতিথি হিসাবে ধনেশ্বরগাতী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় সিংড়া বাজার কমিটি দল চ্যাম্পিয়ন এবং ধাউখালী ইউনাইটেড দল রানার্স আপ হয়। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দল এবং সেরা খেলোয়াড়কে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইএসডিও-এর উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ এবং ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় স্কুলভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রতিটি উপজেলায় ৪টি করে মোট ১৬টি বিদ্যালয়ের ৯৩ জন ছাত্রী ও ৪০০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বিভিন্ন উপজেলায় আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহে উপজেলা চেয়ারম্যান ও শিক্ষা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সহযোগী সংস্থা **সচেতন**-এর উদ্যোগে পবা উপজেলার হড়গ্রাম ইউনিয়নের মিয়াপুর গ্রামের আখ সেন্টার মাঠে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নক-আউট ভিত্তিতে আটটি দল অংশগ্রহণ করে। এতে টিকোর একাদশকে তিন পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে বড়বড়িয়া তামিম একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়।

সাঁতার প্রতিযোগিতা: মুক্তি কক্সবাজার-এর উদ্যোগে কক্সবাজার সদর উপজেলার ৫টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ২ জন ছাত্রী ও ১৯ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কক্সবাজার জেলার ক্রীড়া সংগঠক ও সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী এবং সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

কাঁকড়া হ্যাচারি উদ্বোধন

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাবনাময় রপ্তানী পণ্য কাঁকড়ার উৎপাদন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপনের কাজ শেষ করেছে। সহযোগী সংস্থা **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)**-এর মাধ্যমে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। বিগত ২৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ দেশের প্রথম এই কাঁকড়া হ্যাচারির উদ্বোধন করেন। হ্যাচারির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে তিনি হ্যাচারিতে উৎপাদিত কাঁকড়ার পোনা

নার্সারী পুকুরে অবমুক্ত করেন। উপকূলীয় সাতক্ষীরা জেলার কাঁকড়া চাষীরা এই হ্যাচারির মাধ্যমে উপকৃত হবেন। ভিয়েতনামের উন্নয়ন সংস্থা Center for Education and Community Development (CECD) ভিয়েতনাম হতে বাংলাদেশে কাঁকড়ার হ্যাচারি প্রযুক্তি স্থানান্তরে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। উদ্বোধনী বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ দেশের সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-এর প্রয়াস অব্যাহত থাকবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বক্তব্য রাখেন। এছাড়া CECD-এর নির্বাহী পরিচালক Ms. Pham Thi Hong, সহযোগী সংস্থা **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ লুৎফর রহমানসহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শ্যামনগর অঞ্চলের কাঁকড়া চাষীরাও উপস্থিত ছিলেন।

ইফাদের সুপারভিশন মিশন

IFAD এর Supervision Mission বিগত ৩০ আগস্ট হতে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সময়ে PACE প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। Mr. Peter Situ-এর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের এই সুপারভিশন মিশন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহের অগ্রগতি ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে। মি. সিটু যশোর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলায় PACE প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র-উদ্যোগ ও ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ইফাদের প্রতিনিধিগণ প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী ও সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে সুপারভিশন মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মানিক চন্দ্র দে-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ, মহাব্যবস্থাপক জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস অংশগ্রহণ করেন।

ভ্যালু চেইন প্রকল্প গ্রহণ

PACE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাত সম্প্রসারণে ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই পর্যন্ত বিভিন্ন সম্ভাবনাময় কৃষি ও অকৃষি অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ১৯টি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন কাজ অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৬ প্রান্তিকে উন্নত পদ্ধতিতে মহিষ পালন শিরোনামে আরও একটি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা**, ভোলা জেলার ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, লালমোহন এবং চরফ্যাশন এই পাঁচটি উপজেলায় এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করেছে। প্রকল্প এলাকার ৭,০০০ জন খামারি আগামী ৪ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য এই প্রকল্পের আওতায় উন্নত পদ্ধতিতে মহিষ পালন ও উৎপাদিত দুগ্ধ বাজারজাতকরণে প্রযুক্তি, কারিগরি ও বিপণন সহায়তা পাবে।

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম

ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বাস্তবায়িত Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito) প্রকল্পটি পৃথক দুইটি কম্পোনেন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্টটি ১ নভেম্বর ২০১৩ হতে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সদস্যদের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের লক্ষ্যে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপায় সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। উজ্জীবিত প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে পরিবারের দারিদ্র্য দূরীকরণ। প্রকল্পের আওতায় ১৮৮টি উপজেলায় ১৯০ জন প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) প্রকল্পের সদস্যদের দক্ষতা ও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কর্মরত আছেন। এ লক্ষ্যে প্রোগ্রাম অফিসারগণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে থাকেন। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তারা উঠান বৈঠক এবং সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শন করেন। আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের পাশাপাশি সামাজিক পর্যায়ে সকলের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এবং ক্ষমতায়ন এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় ২৫৮ জন প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল) প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ের ওপর নিয়মিত আলোচনা ও বৈঠক করে থাকে। উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সারাদেশে ২৮টি জেলায় এ পর্যন্ত ৪৬১টি উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। যেখানে প্রায় ৫ হাজার অতিদরিদ্র পরিবারের কিশোরীরা একত্রিত হয়ে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ এবং প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলগামী করার জন্য স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করছে। উঠান বৈঠকের পাশাপাশি প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ ০-৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সরকারের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করেন। তারা প্রকল্পের সদস্যদের শিশুদেরকে এই কর্মকাণ্ডের আওতায় সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন। ১৬ জুলাই বাস্তবায়িত জাতীয় ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইন ২০১৬-এ ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের আওতায় ৩৮টি সহযোগী সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসারগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগস্ট ২০১৬)-এর জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিগত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬ প্রান্তিকে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

কার্যক্রমসমূহ	জন/সংখ্যা
প্রকল্পের সদস্যদের ব্যবসায়িক ও আয়বর্ধনে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড	
শস্য বিষয়ক কৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ (UPP Ujjibito)	১৫০০
প্রাণিসম্পদ খাতে প্রশিক্ষণ (UPP Ujjibito)	৭২৫০
কৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ (RERMP-2)	১৭৮৫
প্রাণিসম্পদ খাতে প্রশিক্ষণ (আরইআরএমপি-২)	২১৬৮
অকৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	
সেলাই প্রশিক্ষণ	১০০
অনুদান সংক্রান্ত	
মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন (সংখ্যা)	৩৫
কেঁচো সার (সংখ্যা)	১৫০
অন্যান্য (সংখ্যা)	৯৫
সবজি বীজ প্রদান (ইউনিট)	১১৭৬১৫
প্রাণিসম্পদে টিকা প্রদান (প্রাণি সংখ্যা)	২২২০

পুষ্টি-স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি ইভেন্টস	জন/সংখ্যা
পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেশন (ব্যাচ)	২১১৭২
গর্ভবতী মহিলাকে সেবা প্রদান	৭৫৪৫
দুগ্ধদানকারী মাকে সেবা প্রদান	৮৬৬৪
০-৫ বছরের নীচে শিশুকে সেবা প্রদান	২৬৬৬০
তীব্র অপুষ্টি আক্রান্ত শিশুকে বিশেষজ্ঞের কাছে প্রেরণ	১৩১
কমিউনিটি অনুষ্ঠান আয়োজন	৭

প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশে কিশোরী ক্লাব

উজ্জীবিত প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবের মাঝে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার চৌকিবাড়ী গ্রামের উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের কর্মকাণ্ড স্থানীয়ভাবে বেশ সাড়া ফেলেছে। বগুড়া সদর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত চৌকিবাড়ী। গ্রামে বসবাসরত দেড় শতাধিক পরিবারের অধিকাংশই অতিদরিদ্র। তারা পেশায় কেউ দিনমজুর, কেউ ভ্যান বা রিকশাচালক। আর এ সকল অতিদরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছে কিছু প্রতিবন্ধী শিশু। তাদের অধিকাংশই স্কুলে যায় না। বিষয়টি গ্রামের উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের সভানেত্রী জেসমিনের নজরে আসে। তার প্রস্তাবনায় সপ্তাহে ৪ দিন বিকেলে দেড় ঘণ্টা কিশোরী ক্লাবঘরে প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়ানো শুরু হয়। প্রথমে ৪ জন নিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে ১৩ জন প্রতিবন্ধী শিশু নিয়মিতভাবে এ ক্লাবে পড়াশোনা করছে। কিশোরীরা এর নাম দিয়েছে উজ্জীবিত প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ক্লাব। কিশোরী ক্লাবে সপ্তাহে একদিন কিশোরী ও গর্ভবতী মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও গর্ভকালীন প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে করণীয়, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ বিবিধ সামাজিক বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা করা হয়।

প্রকল্প চালনা কমিটির সভা: বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগে ৪র্থ প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউপিপি উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী ও স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের আরইআরএমপি-২ প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আরও ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- বিগত ২৬–২৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং ভিয়েতনামের CECD-এর নির্বাহী পরিচালক Ms. Pham Thi Hong সহযোগী সংস্থা **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)**, যশোর, **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)**, **উত্তরণ** এবং **উন্নয়ন প্রচেষ্টা**, সাতক্ষীরা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা **সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)**, সাতক্ষীরা এবং **সমাধান**, যশোর-এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আবুল কাশেম তাঁদের সফরসঙ্গী ছিলেন।

সভাপতি মহোদয় Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় **আরআরএফ** ও **উত্তরণ**-এর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি **এনজিএফ** পরিচালিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধ বাড়ি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র এবং CCCP প্রকল্পের আওতায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও কাঁকড়া চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি **এনজিএফ**-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ভিয়েতনামের **CECD**-এর কারিগরি সহযোগিতায় **এনজিএফ**-এ প্রতিষ্ঠিত কাঁকড়ার হ্যাচারি ও কাঁকড়া চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি **উন্নয়ন প্রচেষ্টা**-র কর্মএলাকা তালা-র জিওলার গাভী পালন ক্লাস্টার পরিদর্শনসহ **সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা** আয়োজিত সফল উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এছাড়া তিনি কেশবপুরে অবস্থিত **সমাধান** সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে উক্ত এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

- বিগত ০৫-০৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সহযোগী সংস্থা **সোপিরেট**, লক্ষ্মীপুর-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মেছবাহুর রহমান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিগত বছরের সার্বিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। তিনি সংস্থার মজুচৌধুরীর হাট ও মান্দারী শাখা অফিস ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি মেঘনা নদীর মোহনায় সংস্থার সংগঠিত সদস্যদের খাঁচায় তেলাপিয়া মাছ চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি ক্ষুদ্রউদ্যোগী সদস্যদের ডেইরী ফার্ম ও মুদি ব্যবসা কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন।

জনাব ফজলুল কাদের বিগত ৯-১০ আগস্ট সহযোগী সংস্থা **ইএসডিও**, ঠাকুরগাঁও পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন ও ৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন।

- বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৬ ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সহযোগী সংস্থা **টিএমএসএস**-এর ঢাকাস্থ কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সংস্থার মিরপুরস্থ কার্যালয়ে ওয়েব ডিজাইন এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

- ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ২৯ জুলাই হতে ৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত গাইবান্ধা জেলায় LIFT প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি SDRS কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। ৩০ জুলাই তিনি সহযোগী সংস্থা **আরডিআরএস** বাংলাদেশ কর্তৃক পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি এবং শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি ভিক্ষুক পুনর্বাসন, স্যানিটেশন ও কমিউনিটির উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি ভজনপুর ইউনিয়নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন **ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)** কর্তৃক বাস্তবায়িত রাণীশংকৈল উপজেলার বাচোর ইউনিয়ন SEIP প্রকল্পের আওতায় Start-up কর্মশালায় উপস্থিত

ছিলেন। তিনি সহযোগী সংস্থা **জাকস ফাউন্ডেশন** কর্তৃক বাস্তবায়িত আয়মা রসুলপুর ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কৃষি ইউনিট ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি জয়পুরহাট জেলার সহযোগী সংস্থা **এসো** কর্তৃক বাস্তবায়িত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় **সমৃদ্ধিকেন্দ্র** উদ্বোধন করেন ও ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** এবং **আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি পিকেএসএফ-এর LIFT কর্মসূচির অর্থায়নে **হীড বাংলাদেশ** এবং **আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার** কর্তৃক দাকোপে স্থাপিত দু'টি লবণাক্ততা মুক্তকরণ পানির প্লান্ট উদ্বোধন করেন। ড. জসীম **হীড বাংলাদেশ** সংস্থার দাকোপ এলাকার অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংকও বিতরণ করেন। এছাড়া, তিনি **আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার** এবং **হীড বাংলাদেশ** সংস্থার সম্প্রতি সমাপ্ত **সংযোগ** কর্মসূচির সদস্যদের নানাবিধ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব এ.কিউ.এম. গোলাম মাওলা তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা

বিগত ২২ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদের ২০৩তম সভায় সিরাজগঞ্জ জেলাধীন **মডার্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এমডিও)** সংস্থাটিকে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংস্থার কর্ম-এলাকায় বিতরণের লক্ষ্যে সংস্থার অনুকূলে প্রথম পর্যায়ে ৫.০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এই সংস্থা ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-এর আওতায় নিবন্ধনকৃত এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি থেকে সনদপ্রাপ্ত। সংস্থাটি সিরাজগঞ্জ জেলার ২টি উপজেলায় ৩টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত সংস্থার সংগঠিত সদস্য ৪,৯৪৩ জন ও মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৪.৯২ কোটি টাকা। সংস্থার ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় হার ৯৯.৮৩% ও দায়-মূলধন অনুপাত ৬.২১ ঃ ১।

১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সংস্থার কর্ম-এলাকায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফাউণ্ডেশন-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান-এর নিকট প্রথম পর্যায়ে মঞ্জুরিকৃত ৫.০ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এই সময় তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা জনাব দিলীপ পাল, উপ-মহাব্যবস্থাপক, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মাছউদ আহমেদ রোকনী ও কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ সোহেল রানা উপস্থিত ছিলেন। চেক হস্তান্তরকালে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ প্রদান করেন।

বাংলাদেশের কৃষিশ্রমিকদের সমস্যা ও সম্ভাবনা

বিগত ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে **কৃষিশ্রমিকদের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী নারী কৃষিশ্রমিক নেতাদের সংবর্ধনা ২০১৬** উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান পিকেএসএফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও কৃষিশ্রমিক অধিকার মঞ্চের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী, জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি।

অনুষ্ঠানটি পিকেএসএফ, কর্মজীবী নারী ও কৃষিশ্রমিক অধিকার মঞ্চ সম্মিলিতভাবে আয়োজন করে। আইএনএম ও সম্মিলিত নারী সমাজ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে ধানসিঁড়ি শিল্পীগোষ্ঠী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কর্মজীবী নারীর নির্বাহী পরিচালক মিজ রোকেয়া রফিক। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন জনাব সুবল সরকার, সাধারণ সম্পাদক, ভূমিহীন সমিতি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ এমপি, সভাপতি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, মিজ শিরীন আখতার, এমপি, সদস্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও সদস্য সচিব, কৃষিশ্রমিক অধিকার মঞ্চ, ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, পিকেএসএফ এবং সভাপতি কর্মজীবী নারী, প্রফেসর মাহফুজা খানম, সভাপতি, পেশাজীবী নারী সমাজ এবং জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ৯ জন ইউপি সদস্য ও ১ জন কৃষিশ্রমিক নেতাকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর

PACE প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হচ্ছে। ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল যোগানের ক্ষেত্রে ঔষধি গাছের চাষ সম্প্রসারণ একটি লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ উপ-খাতের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, বিরাজমান সমস্যা ও সমস্যা নিরসনে করণীয় নির্ধারণে একটি বিশ্লেষণ স্টাডি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২ আগস্ট ২০১৬ পিকেএসএফ জনাব আলতাফ হোসেন, পরামর্শক-এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে।

বিভিন্ন ব্যবসায়িক ধারণা ও দক্ষতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিদের উদ্যোগ গ্রহণ ও টেকসইভাবে প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ প্রদানের সম্ভাব্যতা যাচাই। এর জন্য PACE প্রকল্পের আওতায় একটি সমীক্ষা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৮ জুলাই ২০১৬ পিকেএসএফ জনাব এস. এম. রহমান, পরামর্শক-এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। উল্লিখিত চুক্তি দু'টিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন জনাব জিয়াউদ্দিন ইকবাল, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)।

বাংলাদেশ সরকারের সাথে পিকেএসএফ-এর SLGA স্বাক্ষর

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ-এর ১৯৭তম সভায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Low Income Community Housing Support Project (LICHSP) শীর্ষক প্রকল্পে পিকেএসএফ-এর সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের Bank and Financial Institutions Division (BFID)-এর সাথে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর Subsidiary Loan and Grant Agreement (SLGA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল নির্বাচিত পৌরসভায় বসবাসকারী নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ও পিকেএসএফ যৌথভাবে এটি বাস্তবায়ন করবে। এই প্রকল্পের মোট পাঁচটি Component রয়েছে। Shelter Support and Lending Component বাস্তবায়ন করবে পিকেএসএফ। পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের মোট বাজেট ৫৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। Shelter Support and Lending কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ঋণ বাবদ ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও কারিগরি সহায়তা বাবদ ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানসহ মোট ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল বরাদ্দ রয়েছে। পিকেএসএফ কর্তৃক Shelter Support and Lending কার্যক্রমটি দুই ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম দু'বছর পাইলট পর্যায়ে ৫টি পৌরসভায় এবং পরবর্তী তিন বছর আবর্তন পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ের ৫টিসহ মোট ১৩টি পৌরসভায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ২৪ সেপ্টেম্বর হতে ৪ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত LICHSP-এর আওতায় বিশ্বব্যাংক হতে Implementation Support Mission পিকেএসএফ সফর করে। মিশনের সদস্য হিসেবে বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষে Ms. Anna Donnell (Senior Social Development Specialist & Task Team Leader); Ms. Sabah Moyeen (Senior Social Development Specialist and Co-Task Team Leader); Mr. Asheque Shiblee (Procurement Consultant) এবং Mr. Harish Khare (Housing Finance Consultant) পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথেও আলোচনা করেন। মিশনের সদস্যবৃন্দ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর সাথে সাক্ষাত করেন।

গবেষণা কার্যক্রম

গবেষণা বিভাগ ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী, হ্যাচারি অপারেটর এবং মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (FAO)-এর অর্থায়নে একটি গবেষণা পরিচালনা করছে। বর্তমানে মৎস্য খাত অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে দেশের রপ্তানি আয়ে এই খাতের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মৎস্য খাত বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান বাস্তবতার আলোকে এই খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য প্রয়োজন কার্যকর এবং যথাযথ অর্থায়ন। গবেষণাটির সাধারণ উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী, হ্যাচারি অপারেটর এবং মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ঋণ কার্যক্রম প্রণয়ন করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী, হ্যাচারি অপারেটর এবং মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং ঋণ চাহিদা চিহ্নিত করা; ঋণ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ও ঋণ সেবাসমূহ চিহ্নিতকরণ; ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী, হ্যাচারি অপারেটর এবং মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য ঋণ সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা যাচাই; ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী, হ্যাচারি অপারেটর এবং মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের জন্য একটি নমুনা ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন।

গবেষণাটির ওপর দু'টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় FAO-এর প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধি, এদেশীয় প্রতিনিধি ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ চিংড়ি ও মৎস্য ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষণা-সম্পৃক্ত মৎস্য অর্থনীতিবিদ এবং পিকেএসএফ-এর ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পরিচালনা পর্ষদের ২০৪তম সভা

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ২০৪তম সভা বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. এ. কে. এম. নূর-উন-নবী, ড. এম. এ. কাশেম, জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভিয়েতনাম থেকে বাংলাদেশে কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন সংক্রান্ত প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর সাম্প্রতিক সাফল্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠান Center for Education and Community Development (CECD)-এর কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ সম্প্রতি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় একটি কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন করেছে। সভায় পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি সহায়ক তহবিল হতে ঘূর্ণিঝড় সিডর ও মহাসেন-এর ফলে সমুদ্রে নিহত/নিখোঁজ পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন শিকদার মল্লিক ইউনিয়নের ১৪টি দুঃস্থ জেলে পরিবারকে এককালীন ১ (এক) লক্ষ টাকা করে সর্বমোট ১৪ (চৌদ্দ) লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। সভায় ২১টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে সর্বমোট ২৭৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ-এর সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

Orbis ও পিকেএসএফ-এর সভা

বিগত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক চক্ষুসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান Orbis-এর President and CEO Mr. Bob Ranck পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর সঙ্গে একটি সভায় মিলিত হন। সভায় Orbis-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. মুনির আহমেদ এবং প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জনাব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন এবং পিকেএসএফ-এর জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) এবং জনাব এ.কে.এম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) উপস্থিত ছিলেন। সভায় পিকেএসএফ এবং Orbis-এর বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে পিকেএসএফ এবং Orbis যৌথভাবে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে একমত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টিও সভায় আলোচনা করা হয়।

SEIP প্রকল্পের অগ্রগতি

দেশের পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চাহিদা-তাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জনসম্পদ তৈরি করা। এছাড়া প্রশিক্ষণ শেষে অধিক

উৎপাদনশীল মজুরিভিত্তিক এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যাতে প্রশিক্ষণার্থীদের জীবিকার উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। এই লক্ষ্য পূরণে SEIP প্রকল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অন্তত ৭০% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্বাহী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থবিভাগ Skill Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU) নামে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে। SDCMU-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পিকেএসএফ-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ সরকার এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন যৌথভাবে এই প্রকল্পের অর্থায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৩২৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার মধ্যে ৫৭৮ জন নারী এবং ২৬৭২ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী। ইতোমধ্যে ১৩৬১ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে ১০০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১০ হাজার বুকলেট এবং ২০ হাজার লিফলেট ছাপানো হয়েছে। প্রকাশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট প্যানেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মশালা: বিগত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের এমআইএস কর্মকর্তাদের প্রকল্পের সমন্বয়কারী সংস্থা এসডিসিএমইউ কর্তৃক হালনাগাদকৃত ট্রেইনি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ফাউন্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং SEIP প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কাশেম কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতাভুক্ত ১৬টি ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার জন্য উল্লিখিত ইউনিয়নসমূহের কো-অর্ডিনেটর ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিগত ২৮-২৯ আগস্ট ২০১৬ **সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা** শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব, ন্যায্যতা, সমতা ও বৈষম্য, জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, পারিবারিক আইন, গ্রাম-আদালত ও সালিশি পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদের দায়-দায়িত্বসমূহ এবং অধিকার আদায়ে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। প্রশিক্ষণটি ১৬টি ইউনিয়নসহ মোট ৫২টি ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে প্রদান করা হবে। উল্লিখিত ইউনিয়নসমূহে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহের জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করে সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই ১৬টি ইউনিয়নে উক্ত নির্দেশিকার আলোকে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করা হবে।

ইতোমধ্যে বাল্যবিবাহ ও শিশুর পুষ্টি শীর্ষক ২টি সচেতনতামূলক নাটক নির্মাণ করা হয়েছে যা মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মএলাকায় প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এই সকল নাটক ব্যবহার করা হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে সহযোগী সংস্থার উচ্চ/মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণসমূহ পিকেএসএফ ভেন্যুসহ ঢাকাস্থ ৭টি ভেন্যু এবং ঢাকার বাইরে ১৮টি ভেন্যু অর্থাৎ মোট ২৫টি ভেন্যুর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ২৫টি ভেন্যুতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মূলস্রোতের আওতায় ২৬১টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬ -২০১৭ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৭০২ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় ৬টি মডিউলের ওপর মোট ৩০টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়	ব্যাচের সংখ্যা	মেয়াদ	সহ. সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী	ভেন্যু
উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৩	৩৫	৪০	পিকেএসএফ ভবন ও আইএনএম
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৩	১৪	২০	পিকেএসএফ ভবন
এনজিও এবং এমএফআইদের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৫	১৪	১৯	পিকেএসএফ ভবন
এনজিও-এমএফআইদের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক	১	৫	১৩	১৯	পিকেএসএফ ভবন
দারিদ্র্য দূরীকরণে দলীয় গতিশীলতা: সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মী	১৪	৫	৬২	৩৪১	ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ১২টি বহিঃপ্রশিক্ষণ ভেন্যু
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মী	১১	৫	৩৮	২৬৩	ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ৮টি বহিঃপ্রশিক্ষণ ভেন্যু
মোট		৩০		১৭৬	৭০২	

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ওপর অবহিতকরণ কর্মসূচি

বিগত ১১ আগস্ট ২০১৬ পিকেএসএফ ভবনে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষার্থীদের জন্য পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ওপর অবহিতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়-এর মোট ৫৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

প্রকল্পভূক্ত সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে Community Climate Change Project (CCCP)- এর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (পিআইপি)-এর কর্মকর্তাদের জন্য Introduction to Climate Change বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিগত ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইন্টার্ন কার্যক্রম

চলতি অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Development Studies-এর Master of Social Science (MSS)-এর ৩ জন শিক্ষার্থী ইন্টার্ন হিসেবে পিকেএসএফ-এ কাজ করছেন। তাঁরা মূলত পিকেএসএফ-এর উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় Results Based Monitoring (RBM) বিষয়ে কাজ করছেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফর

- বিগত ১০-১৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে ওয়াশিংটন ডিসি, আমেরিকায় বিশ্বব্যাংক-এর সদর দপ্তরে Financial Sector Development in Bangladesh শীর্ষক একটি সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ অংশগ্রহণ করেন।

সভার শেষ দিনে জনাব মোঃ আবদুল করিম "Developing Housing Microfinance for the Urban Poor: The Case of PKSF in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জনাব করিম তার প্রবন্ধে নিম্ন-আয়ের কমিউনিটি আবাসন প্রকল্প নিয়ে কথা বলেন। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ এবং জাতীয় আবাসন কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

- বিগত ১২-১৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে জাপানের Pacifico Yokohama-য় Institute for Global Environmental Strategies (IGES) এবং The United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত Eighth International Forum for Sustainable Asia and the Pacific ২০১৬ (ISAP ২০১৬) শীর্ষক সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ অংশগ্রহণ করেন ।
- Master Card Foundation Microfinance Scholarship Program-এর আওতায় বিগত ১৮ জুলাই হতে ৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে তুরিন, ইটালিতে অনুষ্ঠিত 2nd Edition of the Rural and Agricultural Finance Program-এ পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব এ. কিউ. এম. গোলাম মাওলা অংশগ্রহণ করেন।

- বিগত ৫–৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে The Peoples Republic of China এবং Asian development Bank-এর যৌথ আয়োজনে চীনের জিয়ানে অনুষ্ঠিত ২০১৬ Asian Evaluation Week-এ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ফজলুল কাদের অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

প্রশিক্ষণ/কর্মশালা	সংস্থার নাম ও ভেন্যু	তারিখ	সংখ্যা (জন)
বার্ডের ৪৯তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন ২০১৬-১৭	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা	২০-২১ জুলাই	১
Bangladesh Summit on Sustainable Development	Eminence এবং পিকেএসএফ	২৪-২৫ জুলাই	১৫১
বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন	২ আগস্ট	১
Workshop on GO-NGO Collaboration in Disaster Management (Bangladesh Context)	পিকেএসএফ	৩ আগস্ট	১০১
Training Session on Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP)	বিশ্ব ব্যাংক, ঢাকা অফিস	৯ আগস্ট	২
Workshop on SDG Implementation in Bangladesh	পিকেএসএফ	৭ সেপ্টেম্বর	১৫১
Certificate Program on Introduction to Climate Change	পিকেএসএফ এবং ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস	২৪-২৫ সেপ্টেম্বর	২৯

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জুলাই ২০১৬ মাসে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৭২৬.২৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৪৭১৩৯.৮৭ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.১৮ ভাগ। নিচে জুলাই ২০১৬ মাসে ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	১৭৫৬৪.৫০	৩২০৭.৬৫
জাগরণ	১০৪৭৬১.০৯	১৮০৩০.১১
অগ্রসর	৩৮০৯৫.৮০	১১৪৯৫.৬৪
সাহস	৬৯০.২০	১৬৮.২৫
সুফলন	৬২৫৭৭.২০	৫৩২২.৩৯
কেজিএফ	৪৩২০.০০	৮২৭.৫০
সমৃদ্ধি	১৬৬৩.৯২	১১৮৭.৮০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৩.৭৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২৩২৬০৩.৪৩**	**৪০২৫৩.০৮**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৫.৫৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট	৬৫৮.৩৫	২৫৮.৭৯
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৭৫.৭২	১৩.৭৫
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৬৭১.৩২	০.০১
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪৫৩৬.৪৩**	**৪৭১.৬৬**
সর্বমোট	**২৪৭১৩৯.৮৭**	**৪০৭২৪.৭৩**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৫-১৬) জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৬-১৭) জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	৬৯৫.৫০	২৩৫.০০
অগ্রসর	৪৮৫.৫০	১৫০.০০
বুনিয়াদ	১৩৬.৫০	৫০.৫০
সুফলন	২৯১.০০	২৫৫.০০
সাহস-ডিএমএল	১০.০০	০.০০
স্যানিটেশন	০.০০	০.০০
কেজিএফ	১০.০০	২০.০০
সমৃদ্ধি	৩৬.৭৯	১৫.৭৫
লিফট	১০.০০	০.০০
মোট	**১৬৭৫.২৯**	**৭২৬.২৫**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই ২০১৬ মাসে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৬.৮৪ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২২৬৮.৮৫ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ১৬০.২৫। জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৯.৩৪ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৪৪ জনই মহিলা।

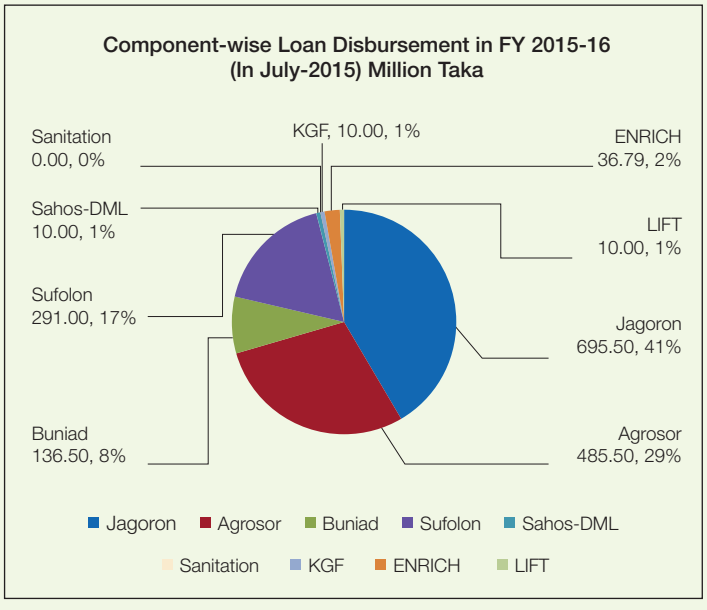

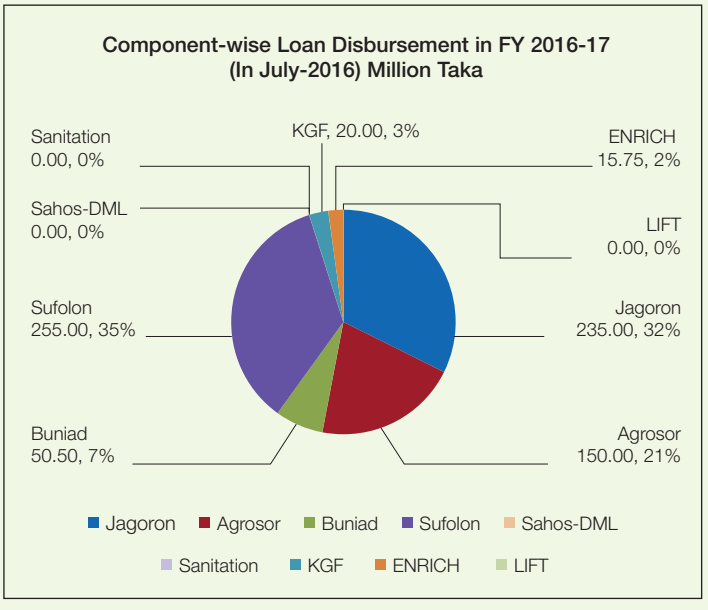

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবীর	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক	:	জনাব মোঃ আবদুল করিম ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সম্পাদক	:	অধ্যাপক শফি আহমেদ
সদস্য	:	মাসুম আল জাকী
		শারমিন মৃধা
		সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

Bangladesh's Development: Some Issues and Perspectives

সম্প্রতি এই শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত-কে নিবেদিত দেশের প্রথিতযশা লেখকদের রচনার সংকলন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিক্স এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ যৌথভাবে এই গ্রন্থের প্রকাশনায় সহায়তা করেছে। বিগত ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে আয়োজিত উন্নয়নে পিকেএসএফ ২০১৬ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের বিশেষ চমক হিসেবে বইটির মোড়ক উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানলিপিতে এ সম্পর্কে কিছুই মুদ্রিত ছিল না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর ভাষণ দেবার পূর্বে অধিবেশনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাঁর ভাষণের শেষ পর্যায়ে আকস্মিকভাবে এই বইটির মোড়ক উন্মোচনের কথা ঘোষণা করেন। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এর পর বইটির প্রকাশক, সম্পাদক, প্রকাশনায় সহায়তা প্রদানকারী তিন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মঞ্চে আহবান জানান। মাননীয় অর্থমন্ত্রীসহ সকলে তখন একত্রে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন এবং মিলনায়তনে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী করতালি দিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় তাঁকে অবহিত না করে এমন একটা চমক সৃষ্টির জন্য বইটির সম্পাদকদ্বয় এবং প্রকাশনা সহযোগীদের প্রতি ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বইটিতে বাংলাদেশের উন্নয়নের বর্তমান প্রবণতা এবং সরকারি প্রণোদনা ও আনুকূল্যে দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর অভিজ্ঞতার কথা আছে। একদিকে যেমন কৃষি অর্থনীতি, শিল্প অর্থনীতি, জ্ঞান অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রবন্ধ এই গ্রন্থে রয়েছে, তেমনি সমাজে নারীর অবস্থান, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সংস্কৃতি বিষয়ে লেখাও স্থান পেয়েছে। মোট বাইশ জন লেখকের বিশটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। পিকেএসএফ-এর সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছয় জনের প্রবন্ধ এখানে স্থান পেয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে পালক পাবলিশার্স।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন : অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিগত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে **বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন : অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা** শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ শহীদুল হক। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল হালিম সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্যে রাখেন।

সেমিনারের সভাপতি বলেন, সময় এসেছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে দর্শনভিত্তিক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং এতদ্বিষয়ক সম্যক অগ্রগতি জনসম্মুখে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার। সমাজে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষভাবে নজর দেওয়া এবং মানব সক্ষমতা, তথ্য প্রবাহ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ইত্যাদির ওপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়ার জন্যে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।